গ্রাম উন্নয়ন ত্রৈমাসিক বাংলা বুলেটিন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, কোটবাড়ী, কুমিল্লা

২৬ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা ॥ অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

বার্ডের কর্মসূচিভুক্ত রায়চোঁ সমবায় সমিতি শ্রেষ্ঠ জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৮ অর্জন

রাঁয়চো সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর ম্যানেজার জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে শ্রেষ্ঠ সমিতির পুরস্কার গ্রহণ করেন

রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর ম্যানেজার, জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার গ্রহণ করেন। রায়চোঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিমিটেড ১৯৯১ সালে বার্ডের পরীক্ষামূলক প্রকল্প সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় নারী-পুরুষ ও খুদে সমবায়ীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, প্রশিক্ষণ, নেতৃত্ব গুণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্যোগে উত্তরোত্তর সার্বিক সাফল্য লাভ করে। পুরস্কার অর্জনের পর জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম বলেন যে, আমাদের দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অবশ্যই আমাদের সে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ড. মো. কামরুল হাসান, যুগ্ম পরিচালক, বার্ড সিডিডিপি-তৃতীয় পর্যায় (বার্ড অংশ) এর ডিপিডি হিসেবে কাজ করছেন। সকল শ্রেণির লোককে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে এনে সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সত্তর দশকের মধ্যভাগে বার্ডের মাধ্যমে "টোটাল ভিলেজ ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম" (টিভিডিপি) নামে একটি নতুন কর্মসূচি প্রবর্তিত হয়েছিল, যা আশির দশকের গোড়ার দিকে "সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় কর্মসূচি" (সিভিডিপি) নামে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়। সারাদেশে ১৬২টি উপজেলায় এ কর্মসূচি চলমান আছে।

বার্ডের নবনিযুক্ত মহাপরিচালক এর যোগদান

জনাব মোঃ শাহজাহান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এর মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মহাপরিচালক মহোদয়কে বার্ডের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর তিনি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে তিনি বার্ডের পরিচালকদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং বার্ডের বিভিন্ন কর্মকান্ড পর্যবেক্ষণ করেন।

জনাব মোঃ শাহজাহান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের নবম ব্যাচের সদস্য। তিনি সরকারের কেন্দ্রিয় ও মাঠ

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব এর বার্ড পরিদর্শন

আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প আয়োজিত আধুনিক পদ্ধতিতে গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে বক্তব্য রাখেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর মাননীয় সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ এর সচিব জনাব মোঃ রেজাউল আহসান গত ২১ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) পরিদর্শন করেন। সচিব মহোদয়কে বার্ডের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়। এরপর তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরবর্তিতে তিনি বার্ডের অনুষদবর্গের সাথে এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বার্ডের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব মোঃ শাহজাহান। সভা শেষে তিনি বার্ডের চলমান কার্যক্রম ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প পর্যবেক্ষণ

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উদযাপিত

গত ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এ যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মহান বিজয় দিবস ২০১৯ উদযাপিত হয়েছে। মহান বিজয় দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বার্ডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, অভিবাদন গ্রহণ, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, বিজয় শোভাযাত্রা, খেলাধুলা, প্রীতি ভলিবল প্রতিযোগিতা, চিত্র প্রদর্শনী, চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা, মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত, মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা সভা, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

ড. আখতার হামিদ খান-এর ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন

গত ৯ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বার্ডের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ড. আখতার হামিদ খান-এর ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ময়নামতি মিলনায়তনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর মোঃ আমীর আলী চৌধুরী, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ড. কামরুল আহসান, পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ), বার্ড। এতে উপস্থিত ছিলেন ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন), জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (প্রকল্প), জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, পরিচালক (গবেষণা), জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য, পরিচালক (পল্লী প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার), জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব ও জনমিতি)। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বার্ডের অনুষদ সদস্যগণ, বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বার্ড মডেল স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন বার্ডের যুগ্ম-পরিচালক (সাধারণ প্রশাসন), ড. শেখ মাসুদুর রহমান। ড. আখতার হামিদ খানের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বার্ডের হযরত বড় পীর (রহ.) জামে মসজিদে পবিত্র কোরআন খতম, মিলাদ মাহফিল এবং বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ শাহজাহান, মহাপরিচালক, বার্ড

ড. আখতার হামিদ খান-এর ২০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় উপস্থিত অনুষদ সদস্য ও অতিথিবৃন্দ

এসডিজি অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সম্পৃক্ততা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

এসডিজি অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সম্পৃক্ততা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এবং সুইডিস ইউনিভার্সিটি অব এগ্রিকালচার সাইন্স-এর যৌথ উদ্যোগে এসডিজি অর্জনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের সম্পৃক্ততা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান গত ১৩ অক্টোবর ২০১৯ বার্ডের লালমাই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

বিসিএস কর্মকর্তাদের ৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

গত ২৭ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমিতে বিসিএস বিভিন্ন ক্যাডার কর্মকর্তাদের ৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়েছে। ছয় মাসব্যাপী এই বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্ম সচিব ও বিপিএটিসি-এর এমডিএস ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সোনার বাংলা বিনির্মাণে দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নে প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। তিনি দেশের উন্নয়ন ও সেবার জন্য বদ্ধপরিকর হতে আহবান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ড. কামরুল আহসান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জন্য নগর স্থানীয় সরকার পদ্ধতি ও আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

গত ৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)-এ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলরগণের জন্য আয়োজিত ৫ দিন ব্যাপী নগর স্থানীয় সরকার পদ্ধতি ও আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবদুল হাই, অতিরিক্ত সচিব ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে নগর উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। ঢাকা মহানগরীকে অধিকতর বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে তিনি কাউন্সিলরগণকে আহবান জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সচিব ও যুগ্ম সচিব জনাব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া। উক্ত সমাপনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের পরিচালক

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, যুগ্ম সচিব ও এমডিএস, বিপিএটিসি, সাভার (মাঝে)

নগর স্থানীয় সরকার পদ্ধতি ও আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানী লি. এর কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানী লিঃ এর কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিআইএফপিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নরেশ আনন্দ

বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানী লি. এর কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী গত ০৪ নভেম্বর, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিআইএফপিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব নরেশ আনন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ড. কামরুল আহসান। ১৫ দিন ব্যাপী এ প্রশিক্ষণে বিআইএফপিসিএল এর ১৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কোর্সটির কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদের, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও সহযোগী কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব সাইফুন নাহার, উপ-পরিচালক (বার্ড)।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পরিদর্শক দলের বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার পরিদর্শন

গত ০৯/১১/২০১৯ তারিখে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন খান- এর নেতৃত্বে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ পরিদর্শক দল বার্ড ক্যাম্পাসে অবস্থিত বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শক দলে জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপসচিব, এবং প্রকৌশলী মোঃ মোনায়েম উদ্দিন চৌধুরী, সিস্টেম এনালিস্ট উপস্থিত ছিলেন। বার্ডের রাজস্ব বাজেটের আওতায় চলমান এ প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্পটির উদ্দেশ্য উন্নত জাতের মৎস্য পোনা উৎপাদনের পাশাপাশি বার্ডের চলমান লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের মৎস্য চাষে আগ্রহী সুফলভোগীদের মাঝে পোনা বিতরণ করা এবং আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ বিষয়ে আগত প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। এরপর পরিদর্শক দল মৎস্য খামারের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন এবং মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এ উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি)-এর আওতায় উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণের জন্য উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের (২য় ব্যাচ) সমাপনী গত ১৪ নভেম্বর, ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ড. কামরুল আহসান। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউজিডিপি প্রকল্পের ডেপুটি টিম লিডার জনাব মোঃ আজিজুর রহমান সিদ্দিকী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদের সহ বার্ডের অন্যান্য অনুষদ সদস্যগণ।

৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন

বার্ড প্রদর্শণী মৎস্য খামার পরিদর্শন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সে সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের পরিচালক কৃষি ও পরিবেশ ড. কামরুল আহসান

বার্ডে ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক গবেষণা কনফারেন্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বার্ডের মহাপরিচালকসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

বার্ডে ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক গবেষণা কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

সমাজ, ব্যবসা, পরিবেশ ও প্রশাসন সম্পর্কিত ২দিন ব্যাপী ৬ষ্ঠ আন্তর্জাতিক সমন্বিত গবেষণা সম্মেলনটি গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ এ বার্ডে উদ্বোধন করা হয়। এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনটি স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, লোকপ্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বার্ড, কুমিল্লার যৌথ উদ্যোগে আয়োজন করা হয়। দুই দিনের আন্তর্জাতিক গবেষণা সম্মেলনে ষোলটি দেশের ৯৫জন গবেষক অংশ নেন। এতে ৮৮টি গবেষণাপত্র উপস্থাপিত হয়।

কোরিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ও বার্ডের মধ্যে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন

পার্ক চুন হি স্কুল অফ স্যামউল (পিএসপিএস), ইয়ুঙ্গনাম বিশ্ববিদ্যালয়, কোরিয়া রিপাবলিক এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লার মধ্যে একাডেমিক সহযোগিতা বিকাশের জন্য সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে গত ১৮ ডিসেম্বর ২০১৮।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রফেসর ড. কিম কি সু, ডিন, পার্ক চং হি স্কুল অফ পলিসি এবং স্যামউল (পিএসপিএস) এবং কোরিয়া ইয়ুঙ্গনাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. লি মিসুক এবং পিএসপিএস স্নাতক সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. মিহির কান্তি মজুমদার ও বার্ড অনুষদ পরিষদের সাথে মত বিনিময় সভা

গত ৩০ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর অনুষদ সদস্যদের এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও প্রাক্তন সচিব ড. মিহির কান্তি মজুমদার। আরো উপস্থিত ছিলেন ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ এবং আরডিএ, বগুড়া এর সাবেক মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মতিনসহ বার্ডের অনুষদ সদস্যগণ। সভায় প্রধান অতিথি Demographic Transitions & Skills in National Development এর উপর উপস্থাপনা প্রদান করেন এবং সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সংযুক্তি কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

গত ০৮/১২/২০১৯ তারিখে আরডিএ, বগুড়া ও বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়া হতে আগত ৭০ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আয়োজিত Attachment Programme on Poverty Reduction and Rural Development এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড)- এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বার্ডের পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ড. কামরুল আহসান, পরিচালক (প্রশাসন) ড. মো. শফিকুল ইসলাম, পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব ও জনমিতি) জনাব আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক (পল্লী প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার), জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদেরসহ বার্ডের অন্যান্য অনুষদ

৮ম পৃষ্ঠায় দেখুন

বার্ড অনুষদ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রাক্তন সচিব ড. মিহির কান্তি মজুমদার

পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সংযুক্তি কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ শাহজাহান, মহাপরিচালক, বার্ড

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে বীজ বিতরণ

কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে বীজ বিতরণ করেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান

গত ০৮/১২/২০১৯ খিষ্টাব্দ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার রায়চৌঁ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতির চাষী এবং কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার কান্দিরপাড় ইউনিয়নের নোয়াপাড়া গ্রামের বর্গাচাষীদের মাঝে যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের জন্য প্রাথমিকভাবে ৩০ একর জমিতে আসন্ন বোরো মৌসুমে ৩১০ কেজি উচ্চ ফলনশীল ব্রি ধান-৫৮ জাতের বীজ চাষীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। চাষীদের মাঝে ধান বীজ বিতরণ করেন বার্ডের মহাপরিচালক ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ শাহজাহান। বিতরণ কর্মসূচিতে আরোও উপস্থিত ছিলেন বার্ডের পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ), ড. কামরুল আহসান, পরিচালক (প্রকল্প), জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক (প্রশাসন), ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব ও জনমিতি), জনাব আবুল কালাম আজাদ, যুগ্ম-পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ড. শিশির কুমার মুন্সী, উপ-পরিচালক (পল্লী অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা), জনাব আবদুল্লাহ আল হুসাইন, উপ-পরিচালক (পল্লী অর্থনীতি), জনাব বাবু হোসেন, সহকারী পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ), জনাব মোঃ জামিল উদ্দিন, সহকারী পরিচালক সহ সমিতির ধান আবাদী চাষীগণ।

বাপার্ড-কে কল্যাণ ইনকিউবেটর হস্তান্তর

গত ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) কর্তৃক উদ্ভাবিত স্বল্প ব্যয়ী ০২টি কল্যাণ ইনকিউবেটর বাপার্ড, গোপালগঞ্জ-কে পাইলটিং এর জন্য হস্তান্তর করা হয়। ইনকিউবেটরটি হস্তান্তর করেন বার্ড এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান (অতিরিক্ত সচিব)। এটির উদ্ভাবক বার্ডের পরিচালক (পল্লী শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন) ড. মাসুদুল হক চৌধুরী।

আমার গ্রাম আমার শহর বাস্তবায়নে বার্ডের উদ্যোগ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি 'আমার গ্রাম আমার শহর' অর্থাৎ শহরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছোনোর লক্ষ্যে কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার ৪নং দক্ষিণ খোশবাস ইউনিয়নে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ইউনিয়ন পরিষদ ও গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে পল্লী এলাকার জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের উদ্যোগে ওয়ার্ড পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুতের কাজ শুরু হয়েছে। 'আমার গ্রাম আমার শহর' অর্থাৎ শহরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছানোর জন্য গ্রামের প্রকৃত অবস্থা এবং সমস্যা চিহ্নিত করার পর শহরের যে সকল সুযোগ সুবিধা সে গ্রামের জন্য অত্যাবশ্যকীয়, গ্রামের জনগণের মতামত নিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন করার লক্ষ্যে উক্ত ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের জন্য নয়টি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭ম পৃষ্ঠায় দেখুন

বাপার্ড-কে কল্যাণ ইনকিউবেটর হস্তান্তর করেন বার্ডের মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান

লাইভলিহুড প্রকল্পভুক্ত খোশবাস ইউনিয়নে 'আমার গ্রাম আমার শহর' কার্যক্রমের আওতায় ওয়ার্ড ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, প্রকল্প পরিচালক ও যুগ্ম-পরিচালক, বার্ড

নবনিযুক্ত মহাপরিচালক

১ম পৃষ্ঠার পর

প্রশাসনের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি পেশাগত দক্ষতা বিকাশের জন্য দেশ-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা এবং সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। বার্ডে যোগদানের আগে তিনি ভূমি রেকর্ডস বিভাগ এবং জরিপ বিভাগের পরিচালক (জরিপ) পদে কাজ করেছেন। তিনি পেশাগত জীবনে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, বগুড়া এবং চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, জেলা পরিষদ, লালমনিরহাট হিসেবে কাজ করেছেন।

গত ০৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ বার্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষ থেকে নবনিযুক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহানকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশাসন) ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম।

আমার গ্রাম আমার শহর

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর

পরবর্তীতে উপজেলা প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় ও সমন্বয়ের মাধ্যমে নয়টি ওয়ার্ডের পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে ইউনিয়ন পরিষদের জন্যও একটি বাস্তবমুখী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ৪নং দক্ষিণ খোশবাস ইউনিয়নের মুগুজী গ্রামে অনুষ্ঠিত এ পরিকল্পনা সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বার্ডের যুগ্ম-পরিচালক ও প্রকল্প পরিচালক জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন। এছাড়া, বার্ডের যুগ্ম-পরিচালক বেগম আফরীন খান ও উপ-পরিচালক বেগম আযমা মাহমুদা সহ ৪নং দক্ষিণ খোশবাস ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ১নং ওয়ার্ডের মেম্বার ও মুগুজী গ্রামের সর্বস্তরের জনগণ এ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

মহান বিজয় দিবস

২য় পৃষ্ঠার পর

মহান বিজয় দিবস এর কর্মসূচি হিসেবে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, অভিবাদন গ্রহণ ও মোনাজাতের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবসের কর্মসূচি সূচনা হয়। এরপর বার্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও প্রশিক্ষণার্থীরা বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং বিজয় শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। একাডেমির খেলার মাঠে বার্ডের কর্মকর্তা, কর্মচারি ও তাঁদের পরিবারবর্গ, বার্ড মডেল স্কুলের শিক্ষার্থী এবং প্রশিক্ষণার্থীদের খেলাধুলা ও প্রীতি ভলিবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বাদ যোহর বার্ড হযরত বড় পীর (রহঃ) জামে মসজিদে মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাত করা হয়। লালমাই মিলনায়তন প্রাঙ্গণে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এছাড়া, বার্ডের ময়নামতি মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শনী ও জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ডিজিটাল বাংলাদেশ: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বার্ডের পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ড. কামরুল আহসান আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বার্ড এর সম্মানিত মহাপরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান। তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে বঙ্গবন্ধুর চেতনা ধারণ করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। সেমিনারে প্রধান আলোচক ছিলেন জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য, পরিচালক (পল্লী প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার)। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড. মো. শফিকুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন), বার্ড। এরপর পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। দিনব্যাপী আয়োজিত অনুষ্ঠানগুলোতে বার্ডের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারি ও তাঁদের পরিবারবর্গ, ৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ এবং বার্ড মডেল স্কুলের শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন।

সচিব এর বার্ড পরিদর্শন

২য় পৃষ্ঠার পর

করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি বার্ডে চলমান ৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ও আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

শিক্ষকগণের সম্পৃক্ততা ও সক্ষমতা

৩য় পৃষ্ঠার পর

করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য (সিনিয়র সচিব) ড. শামসুল আলম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বার্ডের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) জনাব নাসরিন আক্তার চৌধুরী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব নূর আহমেদ খোন্দকার, এ্যাসিস্ট্যান্ট কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ, এফএও, ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ, উপাচার্য, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা এবং পুলিশ সুপার, কুমিল্লা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাদের, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), বার্ড। দুটি ব্যাচে অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ কোর্সে ৩৩টি বিশ্ববিদ্যালয়সহ গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ৬০ জন অনুষদ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। এ কোর্স দু'টির (ব্যাচ-১ ও ব্যাচ-২) কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে জনাব মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য, পরিচালক (পল্লী প্রশাসন ও স্থানীয় সরকার), বার্ড এবং ড. মোঃ শফিকুল ইসলাম, পরিচালক (প্রশাসন)। সহযোগী কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব সালাহ উদ্দিন ইবনে সাঈদ, যুগ্ম-পরিচালক, বার্ড এবং জনাব আবদুল্লাহ আল হুসাইন, উপ পরিচালক, বার্ড।

৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ

৩য় পৃষ্ঠার পর

উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আবুল ফজল মীর। এ কোর্সের কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক (পল্লী সমাজতত্ত্ব ও জনমিতি), বার্ড। তিনি কোর্সের সার্বিক বিষয় প্রশিক্ষণার্থীদের অবহিত করেন। কোর্সটিতে সহযোগী কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন জনাব জোনায়েদ রহিম, উপ পরিচালক, বার্ড এবং সহকারী কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন ডাঃ বিমল চন্দ্র কর্মকার, উপ পরিচালক, বার্ড। প্রশিক্ষণ কোর্সে সিভিল সার্ভিসের ১০টি ক্যাডারের ৬২ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করছেন।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে

৩য় পৃষ্ঠার পর

ড. কামরুল আহসান। প্রশিক্ষণ কোর্সে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২৪ জন কাউন্সিলর ও ০৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ বিভাগের পক্ষ থেকে বক্তব্য প্রদান করেন বার্ডের পরিচালক ড. মাসুদুল হক চৌধুরী। প্রশিক্ষণ কোর্সটি সফলতার সাথে সম্পন্ন হওয়ায় সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বার্ডের পরিচালক (গবেষণা) ও কোর্স পরিচালক জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম। এতে সহযোগী কোর্স পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা, যুগ্ম-পরিচালক, বার্ড।

বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার পরিদর্শন

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

পরিদর্শনকালীন সময়ে বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার থেকে লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের মাঝে উন্নত জাতের গুণগত মানসম্পন্ন রুই ও মৃগেল জাতীয় মাছের পোনা

বিতরণ করা হয়। পোনা বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন খান, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) তাঁর বক্তব্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছ চাষ করার জন্য লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের সুফলভোগীদের অনুরোধ করেন। এ সময় তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য যে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করছে সেগুলোর মধ্যে বার্ড অন্যতম। তাই তিনি বার্ডকে মাঠ পর্যায়ে আরও গবেষণাধর্মী কর্মসূচি গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। তিনি ৫০ জন সুফলভোগীদের মাঝে প্রত্যেককে ৩ কেজি করে অক্সিজেন ব্যাগে প্যাকেজিং করা মোট ১৫০ কেজি মাছের পোনা বিতরণ করেন।

উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা

৪র্থ পৃষ্ঠার পর

উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পরিচালক (কৃষি ও পরিবেশ) ড. কামরুল আহসান এবং সহযোগী কোর্স পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যুগ্ম পরিচালক জনাব সালাহ উদ্দিন ইবনে সাঈদ। কোর্স সমন্বয়ক ছিলেন উপ-পরিচালক বেগম সাইফুন নাহার। এই কোর্সে ৪ টি উপজেলার জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাসহ মোট ৪৩জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সংযুক্তি

৫ম পৃষ্ঠার পর

সদস্যগণ। এতে আরো উপস্থিত ছিলেন আরডিএ, বগুড়া এর যুগ্ম পরিচালক ড. মোহাম্মদ শফিকুর রশিদ ও বিয়াম ফাউন্ডেশন, বগুড়া এর জনাব মোহাম্মদ ডালিম সরকার। এ কোর্সের কোর্স পরিচালক ছিলেন ড. আবদুল করিম, যুগ্ম-পরিচালক, কোর্স সমন্বয়ক জনাব রঞ্জন কুমার গুহ, যুগ্ম পরিচালক ও সহযোগী কোর্স পরিচালক কাজী ফয়েজ আহমেদ, সহকারী পরিচালক। গত ১২/১২/২০১৯ তারিখে উক্ত সংযুক্তি কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোর্সটিতে বিভিন্ন ক্যাডারের মোট ৯৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন।

একাডেমির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯)

বার্ডের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে প্রশিক্ষণ অন্যতম। প্রতিবছর নানা ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে। বার্ড বুনিয়াদি ও বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা সংস্থার অর্থায়নে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ, পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত সংযুক্তি, অবহিতকরণ ও পরিদর্শন কর্মসূচি, প্রকল্পের সুফলভোগীদের জন্য বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। এছাড়া, বার্ড সেমিনার, কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিও নিয়মিতভাবে আয়োজন করে থাকে। বার্ডে অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ে আন্তর্জাতিক কর্মশালার আওতায় ১৮-১৯ ডিসেম্বর ২০১৯ বার্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে 6th International Integrative Research Coference on Governance and Modernization in Changing Environment বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে মোট ৯৫ জন অংগ্রহণ করেন। বেসিক প্রশিক্ষণ কোর্স এর আওতায় বার্ডের উদ্যোগে যথাক্রমে গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ উদ্ভাবনী ধারনার উপর ৩০ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয় এবং গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৯ মাশরুম চাষ ও মাশরুমের খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্য সংস্থার অর্থায়নে FAO এর উদ্যোগে গত ১২-১৬ অক্টোবর ২০১৯ এবং ১৩-১৭ অক্টোবর ২০১৯ Engaging University Faculties for Capacity Building in Achieving SDGs on Sustainable Food and Agriculture বিষয়ক ০২টি প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে মোট ৯৩ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। BIFPCL এর উদ্যোগে গত ২০ অক্টোবর - ০৪ নভেম্বর ২০১৯ Foundation Training Course for Officials of BIFPCL প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর উদ্যোগে গত ২৭-৩১ অক্টোবর ২০১৯ নগর স্থানীয় সরকার ও আইন প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

JICA এর উদ্যোগে ইউজিডিপি প্রকল্পের আওতায় উপজেলা পরিষদের পরিকল্পনা ও সেবা প্রদান সম্পর্কিত মৌলিক প্রশিক্ষণ (নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৯, ১১টি ব্যাচ) আয়োজন করা হয়। এতে মোট ৪৬৯ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

আমার বাড়ী আমার খামার প্রকল্পের আওতায় দুগ্ধবতী গাভী পালন (০৭টি ব্যাচ), গরু মোটাতাজাকরণ (০৫টি ব্যাচ), হাঁস-মুরগি পালন (০৪টি ব্যাচ), মৎস্য চাষ (০৩টি ব্যাচ), নার্সারী ব্যবস্থাপনা (০১টি ব্যাচ), ছাগল ভেড়া পালন (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯, ০১টি ব্যাচ) প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ৮০৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

সংযুক্তি কর্মসূচির আওতায় গত ০৮-১২ ডিসেম্বর ২০১৯ আরডিএ, বগুড়া এবং বিয়াম আঞ্চলিক কেন্দ্র বগুড়া এর ৭০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সংযুক্তি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট বার্ড ৯৪ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। গত ১৩-১৬ অক্টোবর ২০১৯, সমাজতত্ত্ব বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং গত ২০-২৩ অক্টোবর ২০১৯, লোকপ্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ক সংযুক্তি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট বার্ড ২৭৬ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

অবহিতকরণ কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (কৃষি ব্যবসা ও বিপণন বিভাগ)-এর উদ্যোগে কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ এর ছাত্রছাত্রী, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন)-এর ছাত্রছাত্রী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বিএস কৃষি প্রোগ্রাম ১২তম ব্যাচ)-এর ছাত্রছাত্রী, শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর উদ্যোগে কৃষি সম্প্রসারণ ও ইনফরমেশন সিস্টেম বিভাগের লেভেল-২, সেমিস্টার-১/২০১৯-এর ছাত্রছাত্রী ও এক্সিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বর্ডের কার্যক্রম অবহিতকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট বার্ড ৩৬০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

বার্ডে গবেষণা বিভাগের উদ্যোগে গত ২৭ নভেম্বর গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপন ও ২৮ নভেম্বর ২০১৯ খসড়া গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপন বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালাসমূহে মোট বার্ড ৯০জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

বার্ড এ্যাকশন রিসার্চ প্রজেক্ট- এর আওতায় লালমাই ময়নামতি প্রকল্পের উদ্যোগে মাশরুম চাষ, ধান বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সবজি বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ,আধুনিক পদ্ধতিতে গাভী পালন, হাঁস-মুরগি পালন, ফসল উৎপাদন, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা ট্রেডে ৩৬টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট বার্ড ১০৬৮ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

বার্ডে গবেষণা কার্যক্রম
(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯)

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) সূচনালগ্ন থেকেই পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। গ্রামীণ জীবনে বিদ্যমান সমস্যার কার্যকর সমাধানের উপায় উদ্ভাবনই বার্ডের গবেষণার মূল লক্ষ্য। বার্ডের গবেষণার ফলাফল সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে সহায়তা প্রদান করে থাকে, যার ফলে পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। বার্ডের গবেষণা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তাছাড়া, গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে বার্ডের নিজস্ব প্রশিক্ষণ কোর্সের উপকরণ তৈরি করা হয় এবং তা প্রশিক্ষণ ক্লাশে ব্যবহার করা হয়। বার্ড নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা ছাড়াও দাতা ও সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বার্ডের অভিজ্ঞ অনুষদ সদস্যবৃন্দ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রকল্প মূল্যায়নেও অবদান রাখছে। বার্ড নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লীর উন্নয়নে অব্যাহতভাবে কার্যকর ভূমিকা রেখে চলেছে। উল্লেখ্য, বার্ড বরাবরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি অনুসরণ করে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত Sustainable Development Goals-কে সামনে রেখে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য গুরুত্বারোপ করছে। এছাড়াও, রূপকল্প ২০২১, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রূপরেখা ২০৪১ এবং সরকারের প্রাধিকারভুক্ত বিষয়ের আলোকে পল্লী উন্নয়ন তথা জাতীয় উন্নয়নকে টেকসই করতে বার্ড গবেষণা পরিচালনা করছে। নিম্নে বার্ডের গবেষণা কার্যক্রমের হালনাগাদ তথ্য প্রদান করা হলোঃ

২০১৯-২০ অর্থবছরে বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে গৃহীত গবেষণাসমূহের শিরোনাম নিম্নরূপ

- Ensuring Farmer's Right through Agricultural Cooperatives: Cases of Some Selected Areas of Bangladesh
- Role of Agro-forestry in Achieving Food Security of Upland Smallholders: A Study on Lalmai Hill Areas of Cumilla District
- Causes and Consequences of Migration to Urban Areas: Selected Cases of Bangladesh
- Opportunities and Challenges in Utilizing Solar Energy for Irrigation and Home Systems
- Determinants of Time Taken to first Marriage Dissolution in Rural Bangladesh: A Case of Cumilla District
- Risk and Vulnerability Assessment of Coastal Chars in the Context of Climate Change: Selected Cases of Southern Bangladesh
- Farmer's Knowledge, Attitude and Practice of Mastitis in Cow
- Adoption and Integration of ICT by Secondary School Teachers in Rural Schools of Bangladesh: An Analysis Using the Technology Acceptance Model (TAM)
- **বাংলাদেশ ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক ও সেবা কাঠামোর সমস্যা ও সম্ভাবনাঃ ইউপি সচিবগণের মতামত**
- **কুমিল্লার খাদি শিল্পঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ**
- Contemporary Wise Clay Artisans: A Study among the Bijoypur Mouza under Cumilla District of Bangladesh
- Creativity and Innovations in Rural Development at the Grassroots: A Descriptive Study on Some Selected Interventions

এছাড়া বর্তমানে বার্ড আরও ১৪ (চৌদ্দ)টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। চলমান গবেষণাসমূহের তালিকা নিম্নরূপ

- Reaping Demographic Dividends through ICT: A Case of LICT Project
- Potentialities and Strategies of Public Private Partnership in Rural Development of Bangladesh
- Family and Human Development Aspirations: Socialization at Bangladesh Transforming Villages
- Livelihood and Social Inclusion Pattern of the Migratory Labourers: Cases of Five Districts of Bangladesh
- Inter-relation between Socio-Economic Condition and Dietary Diversity in Rural Areas of Bangladesh: Analyzing the Determinants of Food Security
- Development Process, Rural Transformation: Potentials and Challenges of Social Entrepreneurship Development
- Present Conditions of Homestead Plantation in Cumilla: A Case Study of Four Villages
- Adoption of ICT in Local Government Institutes in a Developing Country: An Empirical Study on Bangladesh Rural Local Government
- Inclusive Education and Training Towards Autism for Empowerment: A Sociological Study of Selected Villages
- কুড়িগ্রাম ও গোপালগঞ্জ জেলার দারিদ্র্যের স্বরূপ: প্রতিকার ও উন্নয়নে করণীয়
- Climate Change Effects on the Livelihoods of Coastal Vulnerable People: A Case of South-Western Bangladesh
- State of Primary Education in Rural Areas of Bangladesh
- Union Parishad Complex in Bangladesh: Challenges and Potentialities
- Engaging Community for Commercial Endeavour through Community Enterprise: Process, Problems and Prospects

সম্প্রতি সম্পাদিত গবেষণাসমূহ

- Micro Credit Operation by the Public Sector in BD: Origin, Performance and Replication.
- Amar Bari Amar Khamar Project: Challenges and Potentialities
- Challenges and Prospects of Jute Cultivation: A Study on Farmer's Response in Selected Areas of Bangladesh
- Empowerment and Food Security among Vulnerable Women Group in Selected Districts of Bangladesh
- River Bank Erosion and its Effects on Rural Society in Bangladesh
- Lives and Hopes of the People of Former Enclaves inside Bangladesh: A search for National Development and Integrity
- Village Court and its Potentialities in Grievances Reduction of Bangladesh
- Cost Benefit Analysis of Mechanized and Labour Intensive Crop Production

বার্ডে চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি
(অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯)

(ক) এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্প (বার্ড অংশ): "সমন্বিত কৃষি কর্মকান্ডের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার তিনটি উপজেলার (আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ এবং বুড়িচং) ৮টি ইউনিয়নের ৬৮টি গ্রাম।

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২০

প্রকল্পের বাজেট (বার্ড অংশ) ঃ ৫০৫৫.০০ লক্ষ টাকা

অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ জিওবি

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য

সমন্বিত কৃষি খামারকরণের মাধ্যমে কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি পাহাড়ী এলাকার গ্রামীণ জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন সাধন করা। এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে ঃ

১. জৈব উপায়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ;
২. কৃষি খামার পদ্ধতিসমূহের উন্নয়ন;
৩. ভূ-পৃষ্ঠস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির বিতরণ ও ব্যবহার উন্নত করা;
৪. বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছ চাষ বৃদ্ধিকরণ;
৫. গবাদি পশু/ডেইরী/পোল্ট্রি চাষের উন্নতিকরণ;
৬. কৃষিজাত পণ্যের বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং
৭. প্রকল্প এলাকার জনগণের জীবন মান উন্নয়নের মূল্যায়ন।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

- একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আদলে গ্রামভিত্তিক সংগঠন তৈরি, সদস্যভুক্তি ও ডাটাবেইস তৈরী
- ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের নিজস্ব পুঁজি গঠন করা
- কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবিকায়ন উন্নয়ন কার্যক্রম
- নার্সারি স্থাপন
- মৌমাছি পালন
- গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন এবং মাছ চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ গরীব পুরুষ ও মহিলাদের আয় বৃদ্ধি করা
- আধুনিক ধান, সবজির বীজ ও চারা সরবরাহের মাধ্যমে গরীব কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করা
- বিশেষ আর্থিক সহায়তা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
- আধুনিক জাতের ফল চাষাবাদের মাধ্যমে গ্রামীণ পুষ্টি উন্নয়ন
- জৈব প্রযুক্তি তথা মাটির উর্বরতা বজায় রাখা, ভার্মি কম্পোস্ট/কুইক কম্পোস্টের মাধ্যমে উর্বরতা রক্ষা ও উন্নয়ন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- ১১ টি সংগঠন সৃজন হয়েছে।
- ৮৬১ জন সদস্য সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- ৪৪,০৮,৮৬৬/= টাকা সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয়েছে।
- ৬৭১ জনের মাঝে ১০,০০০-১৫,০০০/= টাকা করে ১,৫৩,৩০,০০০/= টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৩১,৬৩,৫০৩/= টাকা আদায় করা হয়েছে।
- ২৭৯ জনকে সুদ মুক্ত বিশেষ ঋণ হিসেবে ২৫০০০/- হাজার টাকা করে ৬৯,৭৫,০০০/- টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।
- বিশেষ ঋণ বিতরণ থেকে ১২,০৩,১০০/= টাকা আদায় করা হয়েছে (আদায়ের হার ১০০%)।
- ৫২,৪৩৫ কেজি কেঁচো সার বিক্রি ও জমিতে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ৮০৯ কেজি কেঁচো বিক্রি করা হয়েছে।
- ৩২৩জন সুফলভোগীকে মোট ৬,৮৩০ টি মুরগির বাচ্চা বিতরণ করা হয়েছে।
- ১৩৫ জন সুফলভোগীকে ৩,১০০ টি হাঁসের বাচ্চা বিরতন করা হয়েছে।
- ৩৩৬ জন সুফলভোগীকে ১২৫৬ কেজি মাছের পোনা বিরতন করা হয়েছে।
- বাগান করার জন্য সুফলভোগীকে ২-৩টি করে মোট ১৩৯৮ টি বিভিন্ন জাতের ফলের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- বাগান করার জন্য সুফলভোগীকে ৩৫,০০০ টি টমোটো ও বেগুনের চারা বিতরণ করা হয়েছে।
- ১০০০ জন সুফলভোগীকে ১০০০ কেজি সরিষার বীজ বিরতন করা হয়েছে।
- ১২০০ জন সুফলভোগীকে ৬০০০ কেজি বোরো ধানের বীজ বিতরন করা হয়েছে।
- ৩৬টি ব্যাচে মোট ১০৮০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২। বার্ডের ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কোটবাড়ী, সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

প্রকল্পের বাজেট ঃ ৩৪৩৯.৬৫ লক্ষ টাকা

অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ জিওবি

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জানুয়ারি ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০২০

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বার্ডের ভৌত সুবিধাদির আধুনিকায়ন ও মান উন্নয়নের মাধ্যমে বার্ডের প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা সম্পাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

(ক) গবেষণা, প্রশিক্ষণ, প্রকল্প বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগ ও শাখার অটোমেশন;
(খ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৫ তলা সম্মেলন কক্ষ-কাম শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ;
(গ) ৩ তলা স্কুল ভবন নির্মাণ;
(ঘ) আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ৫ তলা হোস্টেল নির্মাণ;
(ঙ) সুইমিং পুল নির্মাণ; এবং
(চ) ০১টি কোস্টার, একটি জীপ ক্রয় এবং অন্যান্য অফিস যন্ত্রপাতি ক্রয়।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- সম্মেলন কক্ষ-কাম-ক্লাস রুম নির্মাণ কাজের ওয়ারিং, থাই এলুমিনিয়াম ও প্লাস্টারের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- সুইমিং পুলের টাইলস কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- হোস্টেল নির্মাণ কাজের কাঠের কাজ, প্লাস্টার ও টাইলস কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- স্কুল নির্মাণ কাজের ২য় ও ৩য় তলার ছাঁদ ঢালাইয়ের কাজ প্লাস্টার ও জানালার গ্রীল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- বার্ডের বিভিন্ন বিভাগ/শাখার অটোমেশনের আওতায় হিসাব শাখার মডিউল সফট ওয়্যার ও প্রশিক্ষণ মডিউলের স্পিকার ইভ্যালুয়েশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৩। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বাংলাদেশের ০৫টি বিভাগের ১৫টি জেলার ১৬২টি উপজেলা।

প্রকল্পের মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২১

বাজেট : ৩০১০৫.০০ লক্ষ টাকা

অর্থায়নকারী সংস্থা : জিওবি

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রাম ভিত্তিক সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি সংগঠন করা এবং স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরে গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

- উন্মুক্ত সদস্যপদ
- উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণ
- প্রশিক্ষিত বিষয় ভিত্তিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মী সৃষ্টি
- সমিতির নিজস্ব পুঁজি বিনিয়োগ
- স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন
- অর্থনৈতিক ও আত্মকর্মস্থান কার্যক্রম গ্রহণ
- সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ
- মাসিক যৌথ সভা

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- চলতি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে সিভিডিপি ভুক্ত নতুন ১৯টি উপজেলার প্রত্যেকটিতে ৩টি পৃথক ট্রেডে ৩০ দিন মেয়াদী বিশেষ আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স

কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি), কোটবাড়ী, কুমিল্লায় বাস্তবায়িত হচ্ছে।

• প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত ১৬টি উপজেলার নিয়মিত ১০২০টি সমবায় সমিতিতে মাসিক যৌথসভা ও ই-প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

• প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত নতুন ১৯টি উপজেলার মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ০৯টি উপজেলায় গ্রাম জরিপের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি উপজেলায় গ্রাম জরিপের কাজ শ্রীঘই শুরু করা হবে।

• ৫৫ টি গ্রাম সংগঠন সৃজন করা হয়েছে।

• পুরাতন সমিতির সমূহের সঞ্চয় পুঁজি ও ঋণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং সঞ্চয় আমানত ও সমবায় ঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১০ কোট টাকা সঞ্চয় আদায় করা হয়েছে।

• ৩৬টি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৩দিনের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৪। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি আধুনিকায়ন প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : বার্ড ক্যাম্পাস।
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ - জুন ২০২২
বাজেট : ৪৮৫৫.০০ লক্ষ টাকা
অর্থায়নকারী সংস্থা : জিওবি

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড) এর ভৌত সুবিধাদি শক্তিশালী করার মাধ্যমে এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যাতে করে বার্ড আরও দক্ষতার সাথে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

প্রকল্পের কম্পোনেন্টসমূহ

• অফিস ভবন এবং আবাসিক বিল্ডিং আধুনিকায়ন/নির্মাণ
• হোস্টেলসমূহ আধুনিকায়ন
• অফিস সরঞ্জামাদি/আসবাবপত্র ক্রয়
• ইনডোর স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণ
• লন টেলিস কোর্ট নির্মাণ
• বার্ড ক্যাফেটেরিয়ার জন্য আধুনিক ওয়াশ রুম ও রান্নঘর নির্মাণ
• হোস্টেলের জন্য অপেক্ষাগারসহ অভ্যর্থনা অফিস নির্মাণ
• বার্ড ক্যাম্পাসে অবস্থিত দুটি পুকুর খনন এবং এর পাড় বাঁধাই করণ (লাইটিংসহ)
• বার্ডের বিতরের সার্কুলার রোড ও এপ্রোস রোড এবং অফিস এলাকার ওয়াকওয়ে নির্মাণ
• বাউন্ডারী ওয়ালের অংশ বিশেষ পুনঃনির্মাণ
• বার্ড এর অভ্যন্তরীণ ড্রেইনেজ ব্যবস্থা উন্নীতকরন/সংস্কার
• বন্ধ পরিবেশে নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষের জন্য ১টি স্পাউটিং ফাউন্টেইন নির্মাণ।
• একটি পানি বিশুদ্ধকরণ প্লান্ট স্থাপন।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপিতে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক জিওবি বাবদ ৫৫৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।
• সুষ্ঠুভাবে কাজ পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।
• ফার্ম নিয়োগের জন্য EOI প্রস্তুত করার কাজ চলমান রয়েছে।

(খ) বার্ডের রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রকল্পসমূহ

১। গ্রাম সংগঠন ও ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা : কুমিল্লা জেলার বরুড়া উপজেলার ৪নং খোশবাস (দক্ষিণ) ইউনিয়নের ১৩টি গ্রাম।
প্রকল্পের বাজেট : ১০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা : বার্ড
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৫- জুন ২০২০
প্রকল্পে উদ্দেশ্য : স্থানীয় সরকার এবং গ্রাম সংগঠনের সমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পল্লী এলাকার জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সাধন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• ১৩টি গ্রামে গ্রাম সংগঠনের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।
• মোট সদস্য সংখ্যা হয়েছে ৮০০ জন এবং তাদের মোট শেয়ারের সংখ্যা ৩৫৯২টি।
• সদস্যদের মোট শেয়ার জমা হয়েছে ৩,৫৯,২০০/- টাকা।
• সদস্যদের মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ ২৪,১০,৫৯৬/- টাকা।
• সদস্যদের মোট পুঁজি ৬৩,২০,৯৯৩/- টাকা।
• মোট ঋণ দেয়া হয়েছে ৪৪,৩২,৩৩০/- টাকা।

২। মহিলা শিক্ষা, আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা আদর্শ সদর, সদর দক্ষিণ, বুড়িচং ও বরুড়া উপজেলার ২৪টি গ্রাম
প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ ঃ ১০.০০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রাপ্ত বাজেট)
অর্থায়নের উৎস ঃ বার্ড রাজস্ব খাত
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২১

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ নারীদের বিশেষতঃ সুবিধা বঞ্চিত ও দারিদ্র্য পীড়িত নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল-স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং নারী শিক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা উন্নয়নপূর্বক দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্যে আয়, উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক মূল্যবোধ ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠায় আইনগত সুরক্ষা সেবা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নসহ মৌলিক ও মানবিক অধিকারসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে তাদের জীবনের সার্বিক মানোন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• ৪টি উপজেলায় ২৪টি গ্রামে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। মোট সদস্যভুক্তি ১০৯৬ জন এবং মোট পরিবারভুক্তি ৯১৮টি।
• ৬টি নিয়মিত পাক্ষিক প্রশিক্ষণ ক্লাসের মাধ্যমে ২৭১ জন সদস্যাকে পাক্ষিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৭৮৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১৯,৮৩৫ জনকে পুঁজি দেয়া হয়েছে।
• সদস্যাদের নিকট হতে সঞ্চয় ২,১৮,১৬০/- টাকা এবং শেয়ার ১,৩৭,৮২০/- টাকা আদায় করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট সঞ্চয় ৬৭,৮৯,৩৪৮/- এবং শেয়ার ৩১,৬৯,০৬৩/- টাকা আদায় করা হয়েছে।
• ৫৬ জন সদস্যেকে ঋণ প্রদান করা হয়েছে ৮,২০,০০০/-। এ পর্যন্ত সর্বমোট ২,৭৪৬ জনকে ২,০৭,৭১,৬০০/- টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে।
• সদস্যাদের নিকট হতে ঋণ আদায় করা হয়েছে ৮,৬৩,৯৫৪/- টাকা। এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায় ২০,৮৯১,৮২৯/- টাকা।
• বিশ্ব মানবাধিকার, সিডো ও রোকেয়া দিবসের আলোকে গ্রামে টেকসই শিক্ষা ও সামাজিক মূল্যবোধ ও অধিকার সুপ্রতিষ্ঠায় করণীয় বিষয়ক এবং বাল্য বিবাহ, যৌতুক নারী ও শিশু নির্যাতন বিরোধী একাধিক উঠান বৈঠক ও সেমিনার এর আয়োজন করা হয়। হয়। উক্ত সভাগুলোতে মাঠকর্মীবৃন্দ ও অতিথিবৃন্দ সহ মোট ১৬১ জন যৌতুক বিরোধী অঙ্গিকার স্বাক্ষর করেন।

৩। পল্লী এলাকায় উন্নত সেবা সরবরাহে ই-পরিষদ প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ সদর দক্ষিণ উপজেলার জোড়কানন (পূর্ব) ইউনিয়ন
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১২ - জুন ২০২০
প্রকল্পের বাজেট ঃ ৫.০০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে তাদের নিকট অত্যাবশ্যকীয় সেবা সরবরাহ করা তথা স্থানীয় পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক (ICT) প্ল্যাটফর্ম সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন সাধন করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• সফটওয়্যার ফার্ম এর প্রতিনিধিদের নিয়ে ই-পরিষদ প্রকল্পের সম্প্রসারিত নতুন প্রকল্প এলাকা চৌয়ারা ও বিজয়পুর ইউনিয়ন পরিদর্শন ও মতবিনিময় করা হয়েছে।
• ই-পরিষদ প্রকল্পের জন্য বৃহৎ আকারে TAPP-Technical Project Proposal তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

৪। বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ, ছাগাল ও পোল্ট্রি খামার প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২০
প্রকল্পের বাজেট ঃ ২৬.৯০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

(১) গাভী ও ছাগল পালনের বিজ্ঞানসম্মত বিষয়গুলো প্রদর্শন;
(২) বার্ডের প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
(৩) গাভী ও ছাগল পালনে নতুন নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ; এবং
(৪) গ্রামের খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মাঝে ৮২৭ কেজি দুধ ৪৯,৬২০.০০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।
- হোস্টেলের পার্শ্বস্থ ঘাসের প্লটে আগাছা পরিষ্কার করে সার প্রয়োগ করা হয়েছে। উৎপাদিত ঘাস কর্তন করে গরুকে খাওয়ানো হচ্ছে।
- খামারের গেইটে ফুটবাথে সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে একটি পানির সংযোগসহ পানির টেপ স্থাপন করা হয়েছে।
- দিনের বেলা হাঁস ছাড়ার জন্য পানির চৌবাচ্ছা তৈরি করা হয়েছে।
- সকল হাঁসকে ডাক প্লেগ, কলেরা এবং এভিয়ান ইনফুয়েঞ্জা রোগের ঠিকা দেয়া হয়েছে।

৫। মাশরুম উন্নয়ন ও চাষ শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ ঃ অক্টোবর ২০১৮- আগস্ট ২০২০
বাজেট ঃ ৪.৫০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. টিস্যু কালচার পদ্ধতিতে মাশরুমের বীজ (পিউর কালচার) উৎপাদন ও সংরণ;
২. পিউর কালচার থেকে মাদার কালচার তৈরি করা;
৩. মাদার কালচার তেকে বাণিজ্যিক স্পন তৈরি করা;
৪. বাণিজ্যিক স্পন থেকে মাশরুম উৎপাদন করা;
৫. চাষী পর্যায়ে মাশরুম উৎপাদন চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা; এবং
৬. উৎপাদিত মাশরুম এর সঠিক ও লাভজন বিপণন নিশ্চিত করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা উপকরণ সংগ্রহ করে রোদে শুকিয়ে ২,৬২০টি বানিজ্যিক স্পন তৈরি করা হয়েছে।
- লালমাই-ময়নামতি প্রকল্পের ৫টি কোর্সের অংশগ্রহণকারী ১৫০ জন সুফলভোগীকে ২১০০ বাণিজ্যিক স্পন প্রদান করা হয়েছে।
- বাণিজ্যিক স্পন তৈরির করার জন্য সাভার মাশরুম ইনষ্টিটিউট থেকে মাদার স্পন সংগ্রহ করা হয়েছে।

৬। বার্ড প্রদর্শনী মৎস্য খামার প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৮- জুন ২০২০
বাজেট ঃ ১২.০০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

১. বার্ড ক্যাম্পাসে মৎস্য নার্সারী সম্বলিত একটি আধুনিক প্রদর্শনী মৎস্য খামার গড়ে তোলা;
২. গুণগত মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ উৎপাদন করা; এবং
৩. মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- ২৬০০ কেজি পোনা বিক্রয় করা হয়েছে।
- নার্সারি শেড নির্মাণ এবং ওভারহেড ট্যাঙ্ক স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে।

৭। কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার মনোহরগঞ্জ ও লাকসাম উপজেলার দু'টি ইউনিয়ন
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২২
বাজেট ঃ ১০.০০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্লাবন ভূমিতে কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ গঠনের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে মৎস্য চাষের ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা। নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা; এবং এন্টারপ্রাইজকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ফরোয়ার্ড-ব্যাক ওয়ার্ড লিংকেজের মাধ্যমে এলাকার তরুন ও দরিদ্র জেলেদের কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্যান জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- লাকসাম উপজেলার ইছাপুর গ্রামে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে এবং প্রায় ৮,৫০,০০০/- টাকা মূলধন গঠন করা হয়েছে।
- লাকসাম উপজেলার আতাকড়া গ্রামে বাস্তবায়ন কমিটি ও ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে।
- লাকসাম উপজেলার ইছাপুরা ও আতাকড়া গ্রামের এন্টারপ্রাইজের দুইটি কৃষক দলকে এবং মনোহরগঞ্জ উপজেলার উত্তর ঝলম ইউনিয়নের একটি দলকে দাউদকান্দি উপজেলায় কমিউনিটি এন্টারপ্রাইজ ব্যবস্থা পরিদর্শনের (এক্সপোজার ভিজিট) আয়োজন করা হয়েছে।
- মনোহরগঞ্জ উপজেলার নাথেরপেটুয়া ইউনিয়নের ভোগই গ্রামে একটি পুকুর লীজ নিয়ে পোনামজুদ করা হয়েছে।
- খানা জরীপের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। শীঘ্রই জরিপের কাজ শুরু করা হবে।

৮। ইনকিউবেটরের মাধ্যমে গ্রামীণ পোল্ট্রি শিল্পের উন্নয়ন ও মহিলাদের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর, লালমাই, নাঙ্গলকোটও মনোহরগঞ্জ উপজেলার ৬০টি গ্রাম।
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০
বাজেট ঃ ১০.০০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

গ্রামীণ পোল্ট্রি শিল্পে মহিলাদের আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়ন। গ্রামীণ মহিলাদের ইনকিউবেটর পরিচালনা ও হাঁস-মুরগি পালনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষক পরিবারের মহিলাদের মাঝে ডিম ফোটানোর মেশিন (ইনকিউবেটর) সরবরাহ।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- প্রকল্পের ব্রশিউর তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।
- গ্রাম নির্বাচনের কাজ চলমান রয়েছে।

৯। যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাসের কৃষি গবেষণাও প্রদর্শনী কমপ্লেক্স, কুমিল্লা জেলার লাকসাম ও আদর্শ সদর উপজেলা।
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০
বাজেট ঃ ৩০.০০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো শস্য উৎপাদন, মূলত: ধান উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার জন্য চাষাবাদে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহরের বিষয়ে মাঠপর্যায়ের কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও উদ্বুদ্ধকরণ। প্রাপ্ত প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে সরকারের নীতি নির্ধারনে পরাপর্শ প্রদান করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

- বার্ড ক্যাম্পাসে: প্রদর্শনী প্লটের উৎপাদিত ধান ও খড় বার্ড প্রদর্শনী দুগ্ধ খামারে বাজার দর মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে।
- বীজ তলা তৈরির কাজ ও অন্যান্য সবজির বিক্রয় কাজ অব্যাহত রয়েছে।
- বার্ড ক্যাম্পাসের প্লটের উৎপাদিত সবজি টমোটো ও মরিচ ক্যাফেটেরিয়ায় সরবরাহ করা হয়েছে এবং

বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন সবজির পরিচর্যা অব্যাহত রয়েছে।

• প্রকল্পের আওতায় লাকসাম উপজেলার কান্দিরপাড় ইউনিয়নের নোয়াপাড়া গ্রামে ট্রান্সপ্লান্টারের সাহায্যে ধান রোপন কর্মসূচি উদ্বোধন করা হয়েছে।

• লাকসামে প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য বার্ড, আগ্রহী জমির মালিকবৃন্দ এবং উপজেলা কৃষি অফিসের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

• কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার কান্দিরপাড় ইউনিয়নের নোয়াপাড়া গ্রামে ৩২০ কেজি ব্রি ধান-৭৪ জাতের ধানের বীজ প্রদান করা হয়েছে এবং রাঁয়চো সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমিতিতে ৩২০ কেজি ব্রী ধান ৫৮ জাতের ধানের বীজ প্রদান করা হয়েছে।

১০। বার্ড জার্মপ্লাজম সেন্টার প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস ।
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০
বাজেট ঃ ৫.০০ লক্ষ টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো উন্নতমানের ফলের জাত সংরক্ষণ করা। মাতৃবাগান সৃজনের মাধ্যমে উন্নত জাতের গুণগত মানসম্পন্ন চারা উৎপাদন করা। উৎপাদিত চারা সুলভ মূল্যে কৃষকদেরকে সরবরাহ করা। ফল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান করা।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি

• বাঁশ বিক্রির কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে।
• প্রকল্প এলাকার গাছগুলোর ডালপালা ছাঁটাই শুরু করা হয়েছে।

১১। বছর ব্যাপী সবজি উৎপাদন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্প এলাকা ঃ বার্ড ক্যাম্পাস ।
মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১৯- জুন ২০২০
বাজেট ঃ ১.২০ ল টাকা (২০১৯-২০২০)
অর্থায়নকারী সংস্থা ঃ বার্ড

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রদর্শনী প্লটে আধুনিক পদ্ধতিতে বছরব্যাপি বিভিন্ন ধরনের সবজি উৎপাদন। বার্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে নিরাপদ সবজি সরবরাহ করা। বার্ডে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রতিবেদনকালীন সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতিঃ

• শীতকালীন সবজি হিসেবে বাঁধাকপি, ফুলকপি, মরিচ, বেগুন, ধনিয়াপাতা, পালংশাক, লালশাক, পুইশাক, টমেটো ও কালো টমেটো লাগানো হয়েছে।
• সবজি ক্ষেতের উৎপাদিত বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো বাগান শাখা ও ক্যাফেটেরিয়ার মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছে।

বেকার মানুষের কর্মসংস্থানে সিভিডিপির কারিগরী প্রশিক্ষণ

ড. মোহাম্মদ কামরুল হাসান
যুগ্ম পরিচালক, বার্ড ও উপ-প্রকল্প পরিচালক, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি)

পরিবর্তনশীল গ্রামে প্রযুক্তি প্রসারমান হয়েছে। শহরায়ন গ্রামকে প্রভাবিত করছে। গ্রামের কৃষিতে নতুন প্রযুক্তি ও বাজারজাতকরণ এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা। গ্রামে প্রাতিষ্ঠানিক কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ মানুষের প্রয়োজনীয়তা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে সরকার কর্তৃক বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হচ্ছে। গ্রামে ব্যক্তি মালিকানায় নতুন ভবন গড়ে উঠছে। দক্ষ মানুষের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরী হয়েছে। একটি দেশের আয় উপার্জন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান উন্নয়নে কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বার্ডের সফল পরীক্ষামূলক প্রকল্প সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি (সিভিডিপি) তার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় প্রশিক্ষিত দক্ষ মানব সম্পদ সৃজন বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাধ্যমে ২০০৯ সাল থেকে সিভিডিপি-কর্মসূচি বার্ড, সমবায় অধিদপ্তর, আরডিএ, ও বিআরডিবি এই চারটি প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পের ২য় ও ৩য় পর্যায়ে বার্ড যথাক্রমে ১৬টি ও ৩৫টি উপজেলায় সিভিডিপি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমান সরকারের শত বছরের ডেল্টা প্ল্যান বাস্তবায়নের বাতাবরণে ২০২১ সালের ডিজিটাল বাংলাদেশে আমরা অনেকখানি পদার্পন করেছি। ২০৪১ সালের মধ্যে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে ও ২০৩০ সালের টেকসই উন্নয়নে দক্ষতা উন্নয়ন, মনোভাব পরিবর্তন ও প্রযুক্তিগত ও কারিগরি জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

গ্রামে অনেক বেকার যুব-যুবা রয়েছে যারা অদক্ষ ও আয় উপার্জনহীন। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত একটি গ্রামের অন্তত: একজন যুব বা যুবাকে ৩০ দিনের কারিগরী প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচি যে সকল গ্রামে কাজ করছে তাতে গ্রামভিত্তিক সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি গঠন করেছে। এ সমিতিতে গ্রামের প্রাপ্ত বয়স্ক নারী-পুরুষ স্বেচ্ছায় যোগদান করে। সিভিডিপি-তে গ্রামীন জনগোষ্ঠীর জন্য প্রশিক্ষণ হলো মূলমন্ত্র। সিভিডিপি-এর ৩য় পর্যায় বার্ড অংশ মোট ১,১৪০ জন সমবায়ী যুব-যুবাকে প্রশিক্ষণ দিবে। ত্রিশ দিনের কারিগরি প্রশিক্ষণ শেষে একজন প্রশিক্ষণার্থী অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বললো- আমি ছিলাম অদক্ষ- এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি প্লাম্বিং মিস্ত্রি হতে পেরেছি অর্থাৎ সিভিডিপি-এ প্রশিক্ষণ হাতে খড়ি। অনুরূপভাবে একজন নারী গার্মেন্টস-এ প্রশিক্ষিত একজন নারীর উক্তি- প্রশিক্ষণ থেকে আমি একটি সেলাই মেশিন পেয়েছি। যা দিয়ে কাজের অর্ডার পেয়ে আয় উপার্জন করতে পারবো। প্লাম্বিং এর আরেক প্রশিক্ষণার্থী হিজলা উপজেলা থেকে আগত এক তরুণ বললো- এ প্রশিক্ষণ দিয়ে আমাদের কাজ শুরু হলো। ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণার্থী বললো আমাদের কাজে নিরাপত্তা মূখ্য- প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ সেবা সম্প্রসারণ হচ্ছে। তাই এ ট্রেডের কাজের সুযোগ বাড়ছে।

সিভিডিপি প্রকল্পের আওতায় সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ

সাহিদার জীবন সংগ্রাম এবং জয়িতা স্বীকৃতি লাভ

নাছিমা আক্তার, যুগ্ম-পরিচালক, বার্ড ও প্রকল্প পরিচালক, মশিআপুউ

বিশেষ সফলতার জন্য সাহিদার হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন জনাব মোঃ আবুল ফজল মীর, জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা

ভূমিকা

নারীর অগ্রযাত্রা মানেই রাষ্ট্রের উন্নয়ন, সমাজের উন্নয়ন, জাতীয় উন্নয়ন। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে চরম প্রতিকূলতার সাথে যুদ্ধ করে নিজের চেষ্টায় সাফলতা পেয়েছেন অনেক নারী। যারা দারিদ্র্যের সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় বিনা পয়সায় সমাজ সেবা করে যাচ্ছেন এবং অনেক জননী নিজে না খেয়েও সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করে মাথা উচু করে বেঁচে আছেন তাদের খোঁজ আমরা ক' জন রাখি। এই নারীরা আজ হিমালয়ের চূড়া থেকে কলকারখানায় দৃঢ় পদচারণায় এগিয়ে চলেছে। কিন্তু নারীদের পথচলা কতটুকু কন্টকমুক্ত? আজও নারীরা জীবন চলার প্রতিটি ক্ষেত্রেই কঠিন সব প্রতিবন্ধকতার সম্মুখিন হচ্ছে। সকল প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে যে সমস্ত নারীরা চরম দারিদ্র্যতা থেকে বেরিয়ে এসে সমাজে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে চলেছেন তাদেরই একজন সাহিদা আক্তার।

সাহিদার পরিচিতি ও জীবনসংগ্রাম

সাহিদা আক্তার, স্বামীঃ মৃত মোঃ শহিদ উল্লা, মাতাঃ জাহেদা খাতুন, বয়সঃ ৫৮ বছর, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৫ম শ্রেণি কুমিল্লা জেলার আদর্শ সদর উপজেলার ৫নং পাঁচথুভী ইউনিয়ন এর জালুয়াপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় হানাদার বাহিনীর অত্যাচার স্বচক্ষে দেখেছেন। ১৯৭৪ সালে স্বামী মারা যাওয়ার পর বাবার নিকট হতে ২ টাকা নিয়ে একটি বাঁশ কিনে কাজ শুরু করেন। এরপর তিনি বাঁশ বেত দিয়ে পাটি, মোড়া, কুলা, শোপিস, নকশিকাঁথা ইত্যাদি তৈরী ও বিক্রয় করে কিছু টাকা রোজগার করে সংসার চালান পরবর্তীতে ২য় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন, কিন্তু সেই সংসার বেশিদিন টিকে নাই। তার স্বামী কোন আয় রোজগার করতো না। সংসার জীবনে হাজারো কষ্ট, ছেলে মেয়েদের অনিশ্চিত জীবন, দ্রারিদ্র্য এবং প্রতিনিয়ত নির্যাতন ও মারধর সহ্য করতেন। জীবন যুদ্ধে নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিজেকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করেন।

সাহিদার অগ্রযাত্রা

তাঁরই প্রচেষ্টায় পাঁচথুবী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ষাট এর দশকে বার্ডের বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ঠ থেকে গ্রামের বৃদ্ধ বয়স্ক অসহায় মানুষদের শিক্ষা দিতেন এবং অভয় আশ্রমে নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিতেন। সমাজ সেবা অফিস, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে সংযুক্ত হন। নিজের চেষ্টায় এবং কঠোর পরিশ্রমে মহিলা বিষয়ক অফিস, সমাজসেবা, কেটিসিসি থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে নিজে স্বাবলম্বী হন এবং অন্যদেরকে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করে যাচ্ছেন। তিনি ১৯৮৫ সাল থেকে এলাকার উন্নয়নমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন যেমন: বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে মেয়েদের ও অভিবাবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তিনি নারী উদ্যোক্তা তৈরী করেছেন । তিনি শুরু করেছিলেন মাত্র ২ টাকা দিয়ে, বর্তমানে তার পুঁজি প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম কুমিল্লাস্থ চান্দপুর এলাকায় টিন ও দেয়াল বেষ্টিত ৩ কক্ষের আবাসন এবং ০১টি নিজস্ব বিপনী শোরুমের পাশাপাশি কুমিল্লা সিটি মার্কেটের ৩য় তলায় অস্থায়ী দোকানের ব্যবস্থা করেছেন। সাহিদা আক্তারের প্রতিষ্ঠানে ৪০জন মহিলা চাকুরী করে নিজেদের সংসার চালাচ্ছেন। তিনিই কুমিল্লায় প্রথম মহিলা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা। তিনি নারী উদ্যোক্তাদের পণ্য মেলা ও প্রদর্শনী স্টলে শ্রেষ্ঠ বিক্রেতার ক্রেস্ট অর্জন ও বিভিন্ন সেক্টরে পুরস্কার অর্জন করেছেন।

উপসংহার

সাহিদা আক্তারকে দেখে আজ সমাজের অন্য সুবিধাবঞ্চিত নারীরা এগিয়ে আসছে। এভাবেই তিনি শূন্য অবস্থা থেকে বর্তমানে বাড়ী তৈরী করেছেন ও ব্যবসা পরিচালনা করছেন। তিনি দেশের উন্নয়নেও সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। জীবন যুদ্ধে সংগ্রামী এই নারীর জয়িতা স্বীকৃতি লাভের জন্য অন্যদের কাছে অনুকরণীয় ও প্রেরণাদায়ক।

সাহিদা পরিচালিত বুটিক সপ

প্রাচীন যুগে শারীরিক শিক্ষা

ফারুক হোসেন, সহকারী পরিচালক (ক্রীড়া), বার্ড, কুমিল্লা

প্রাচীন যুগে সবার ধারণা ছিল শরীর সম্বন্ধীয় শিক্ষাই শারীরিক শিক্ষা। শরীরকে নিয়ে যে শিক্ষা অনুশীলন করা হতো তাই শরীরচর্চা। এ যুগের মানুষেরা শারীরিক কসরত, লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি, শরীরচর্চা, খেলাধুলা, ব্যায়াম, গান ও নাচ চর্চা এবং পশু-পাখি শিকার করত। শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য তারা খাবার সংগ্রহ, লজ্জা নিবারণ ও আশ্রয়ের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করত। তারা হিংস্র পশুর আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য পানিতে লাফ দিত। শরীরচর্চা শিক্ষার মাধ্যমেই তারা শক্তি, সাহস এবং দলগতভাবে বেঁচে থাকার চেতনায় উন্নতি সাধন করতে পারত। আমরা প্রত্যেকে জানি আমাদের দেহ কতগুলো অঙ্গের সমষ্টি। আবার প্রত্যেকটি অঙ্গ নানারূপ মাংশপেশি, হাঁড়, শিরা ও ধমনি নিয়ে গঠিত হয়। দেহকে সুস্থ রাখার জন্য সবসময়ই দেহের মধ্যে কতকগুলা প্রক্রিয়া কাজ করছে। এই প্রক্রিয়াগুলো সুষ্ঠুভাবে চলার জন্য প্রয়োজন শারীরিক সুস্থতা। প্রাচীন যুগে শারীরিক সুস্থ্যতার উপর তেমন গুরুত্ব না দিয়ে তারা বাঁচার প্রয়োজনে শরীরচর্চা করত।

প্রাচীন যুগে শারীরিক শিক্ষার চিত্র

প্রথম পর্যায়ঃ প্রথম পর্যায়ের যুগকে বলা হতো ইওলিথিক যুগ। এ যুগের মানুষ পশুর ন্যায় উলঙ্গ হয়ে বন্য প্রাণীর ন্যায় বনে জঙ্গলে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত, কোন প্রকার আশ্রয় ছাড়া তারা নিদ্রা যেত। আত্মরক্ষার হাতিয়ার হিসেবে সে সময়ে লাঠি ও পাথর ব্যবহার করত। প্রাকৃতিক পরিবেশকে তারা ভয়ের চোখে দেখত। আর ভয়কে নিবারণ করতে তারা শরীরচর্চার অনুশীলন করত।

দ্বিতীয় পর্যায়ঃ দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ প্যালিওলিথিক যুগে মানুষ জীবিকার সন্ধানে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত কিন্তু এ যুগের মানুষ কিছুটা হলেও ইওলিথিক যুগের চেয়ে উন্নত জীবনযাপন করত। এ সময় তারা হিংস্র পশুর আক্রমন থেকে বাঁচার জন্য গুহার মধ্যে বসবাস করত। আর লজ্জা নিবারনের জন্য গাছের পাতা, বাকল ও শুকনা পশুর চামড়া ব্যবহার করত। খাবার খেত আগুনে সিদ্ধ করে। আত্মরক্ষার জন্য তারা পাথর ঘষে অস্ত্র তৈরী করত এবং প্রকৃতিকে ভয় করত বলে প্রকৃতি পূজাও করত।

তৃতীয় পর্যায়ঃ তৃতীয় পর্যায়ে নিওলিথিক বা নতুন প্রস্তর যুগের মানুষ খাবার সংরক্ষণ করার জন্য পাত্রের ব্যবহার এবং আত্মরক্ষার জন্য তারা ধনুক দিয়ে যুদ্ধের কলা-কৌশল শিক্ষা করত। শরীরকে ঢাকার জন্য কাপড়ের উদ্ভাবন ছিল এ যুগের মূল আর্কষণ। এ যুগের মানুষ দলবদ্ধভাবে যাযাবরের ন্যায় জীবন যাপন করত।

শারীরিক ও মানসিক কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি

বাঁচার মত বাঁচার জন্য শারীরিক ও মানসিক কর্মদক্ষতা অর্জনের স্থান ছিল সবার উপরে। যুদ্ধের জন্য অস্ত্র তৈরী, খাদ্য আহরণে শিকার, বৃন্তখেলা ও শত্রুর সাথে যুদ্ধ করতে দৈহিক এবং মানসিক শক্তি সঞ্চয় করতে তারা শরীরচর্চা অনুশীলন করত।

দলগত শক্তি বৃদ্ধি

কথায় আছে "দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ"। এ যুগের মানুষ দলগতভাবে বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা, শিকার, খাদ্য আহরণ ও নৃত্য করত। সমাজের সকল ধরনের কাজ তারা একতাবদ্ধভাবে করার জন্য শরীরচর্চার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করত।

চিত্ত বিনোদন

প্রাচীন যুগের কোন শিক্ষালয় না থাকলেও ছেলেমেয়েরা পিতা-মাতা, দাদা-দাদি এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করতে শিখত। সে সময়ের অধিকাংশ মানুষ খেলাধুলা, নৃত্য ও শিকার করে চিত্তবিনোদন করত। তাছাড়াও প্রাচীন যুগের ছেলে-মেয়েরা উন্মুক্ত প্রকৃতির কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করত।

শারীরিক শিক্ষার উন্নয়ন

প্রাচীন যুগে শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব থাকলেও ছেলে মেয়েরা ৬-৭ বছর পর্যন্ত পিতামাতার তত্ত্বাবধানে শারীরিক শিক্ষা গ্রহণ করত। সে সময় ছেলেদের শিক্ষাগুরু ছিল পিতা আর মাতা ছিল মেয়েদের গৃহশিক্ষিকা অর্থাৎ ছেলেরা ভবিষ্যতে কিভাবে বেঁচে থাকবে তার দায়-দায়িত্ব পিতা এবং মেয়েরা মা হওয়া পর্যন্ত সব দায়-দায়িত্ব মায়ের উপর ন্যস্ত ছিল।

শারীরিক শিক্ষা কর্মসূচি

শারীরিক শিক্ষার কর্মসূচির অন্যতম ছিল নাচ। দেবতার তুষ্টি বিধান, প্রশংসা লাভ কিংবা বিভিন্ন প্রকার উৎসবাদিতে, যুদ্ধযাত্রার পূর্বে, রোগমুক্তি ও আত্মার মঙ্গল কামনা করে তারা দেব-দেবীর কাছে প্রার্থনা করত। কেউ অসুস্থ হলে তার মনে প্রফুল্লতা আনয়নের জন্য তারা রোগীর চারিপাশে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করত।

পরিশেষে বলা যায় যে,প্রাচীন যুগে ছেলে-মেয়েদের দলগতভাবে শিক্ষা/শারীরিক শিক্ষা না দিয়ে আলাদাভাবে শিক্ষা দেয়া হতো। ছেলে-মেয়েরা বড়দের অনুকরণের মাধ্যমে শিখত। 'কর এবং ভুল থেকে শেখ' এইছিল তাদের শিক্ষা পদ্ধতি। তাছাড়া যৌবনে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেওয়ার জন্য নির্ধারিত কর্মসূচি ছিল আর একটি শিক্ষা পদ্ধতি। এই পদ্ধতি ছিল বাধ্যতামূলক। শৃঙ্খলার বিষয়টি কঠোরভাবে মেনে চলতে হতো।

বার্ডে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে যোগ ব্যায়ামরত প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন

বার্ডে গবেষণা প্রস্তাবনা বিষয়ক কর্মশালা

গবেষণা বিভাগ কর্তৃক ৫২তম বার্ষিক পরিকল্পনা সম্মেলনে গৃহীত গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপন শীর্ষক একটি কর্মশালা গত ২৭ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় ০৭টি গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপিত হয়। প্রস্তাবনাসমূহের মানোন্নয়নে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ গঠনমূলক মতামত প্রদান করেন। কর্মশালায় অতিথি হিসেবে অনুষদবৃন্দের পাশাপাশি আরও উপস্থিত ছিল ড. তোফায়েল আহমেদ, উপাচার্য, ব্রিটানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ড. মোঃ জাকির সাদুল্লাহ খান, অর্থনীতি বিভাগ কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় ও ড. মোঃ মশিউর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, লোক প্রশাসন বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়। উক্ত কর্মশালার কর্মশালা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম, পরিচালক (গবেষণা) ও সহকারী কর্মশালা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ মোশারেফ হোসেন ভূঁঞা, সহকারী পরিচালক (গবেষণা)।

EALG প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন শীর্ষক সেমিনার আয়োজন

গত ২৮ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে Efficient Accountable Local Government (EALG) প্রকল্পের আওতায় গৃহীত গবেষণাসমূহের মধ্যে ০৭টি গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপন শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনার পরিচালক ছিলেন ড. আবদুল করিম, যুগ্ম পরিচালক (পল্লী প্রশাসন), সহযোগী সেমিনার পরিচালক ছিলেন, কাজী সোনিয়া রহমান, উপ পরিচালক (গবেষণা) ও র‍্যাপোর্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোঃ মোশারেফ হোসেন ভূঁঞা, সহকারী পরিচালক (গবেষণা)। সেমিনারে অনুষদবৃন্দ ও গবেষকগণের পাশাপাশি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট দুইজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। গবেষণা বিভাগ সেমিনারে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে।

গবেষণা প্রতিবেদন উপস্থাপনা বিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

উপদেষ্টা সম্পাদক
মোঃ শাহজাহান
মহাপরিচালক
বার্ড

সম্পাদক
ড. আবদুল করিম
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বার্ড

সহযোগী সম্পাদক
বেগম আফরীন খান
যুগ্ম-পরিচালক (পল্লী শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন), বার্ড

মহাপরিচালক, বার্ড
কোটবাড়ী, কুমিল্লা কর্তৃক প্রকাশিত

ইন্ডাস্ট্রীয়েল প্রেস, কুমিল্লা।
E-mail : ind.press09@gmail.com

গ্রাম উন্নয়ন

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি
কোটবাড়ী, কুমিল্লা-৩৫০৩
ফোন : ০৮১-৬০৬০১-৬, ৬৫০১১, ৬৫০৭০
ফ্যাক্স : ০৮১-৬৮৪০৬
ই-মেইল : dg@bard.gov.bd
training.bard@gmail.com
ওয়েব সাইট : www.bard.gov.bd

BOOK POST